বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

১৯৭৪ সালে উত্তরা গণভবন, নাটোরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহীর রেশম গুটি ও বস্ত্র দেখে চমৎকৃত হন এবং রেশম শিল্প বিকাশে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তারই ফসল হিসেবে পরবর্তীতে ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড গঠিত হয়। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই ছিল এ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার। বর্তমানে দেশে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা ৬.৫০ লক্ষ যার অধিকাংশই গ্রামীণ মহিলা।

রেশম একটি শ্রমঘন কৃষিভিত্তিক শিল্প। বাংলাদেশের ভৌগলিক-সামাজিক পরিবেশ এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কৃষি ও শিল্প এ দু'টির সমন্বয়ে রেশম কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তুঁতচাষ, রেশম পোকা পালন, রেশম গুটি উৎপাদন প্রভৃতি কাজ কৃষি পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে রিলিং, থ্রোয়িং, টুইস্টিং, বয়ন তথা রেশম বস্ত্র তৈরি এবং রং ও ছাপা প্রভৃতি কাজ শিল্প পর্যায়ভুক্ত। রেশম চাষের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচেছ অত্যন্ত অল্পদিনে, কম পরিশ্রমে এ ফসল ঘরে তোলা যায়।

ধারণা করা হয় ৪৫০০ বছর পূর্বে চীনের চানতং প্রদেশে প্রথম রেশমের চাষ হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ শতাব্দে ভারতবর্ষের হিমালয়ের পাদদেশে এর বিস্তৃতি ঘটে। পরবর্তীতে ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীতে রেশম শিল্প বিস্তার লাভ করে। মোগল আমলে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় রেশম শিল্পের প্রসার ঘটে। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্থানে রেশম কার্যক্রম শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে ন্যাস্ত ছিল। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত রেশম কার্যক্রম ইপসিক এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৯৭ সালে কোম্পানি আইনে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটকে রেশম বোর্ডের আওতামুক্ত করে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যাস্ত করা হয়।

পরবর্তীতে রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ৩টি পৃথক সংস্থা একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করছেন সংস্থার মহাপরিচালক। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর প্রধান কার্যালয় রাজশাহীতে অবস্থিত।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক :

অফিস/স্থাপনার নাম	সংখ্যা	অবস্থান
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়	১	রাজশাহী।
আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৫	রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, যশোর ও রাঙামাটি।
জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়	৭	ভোলাহাট, ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ।
রেশম বীজাগার পি৩, পি২, পি১	১১	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, মীরগঞ্জ, ঈশ্বরদী, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, কোনাবাড়ী এবং ময়নামতি।
তুঁতবাগান	৭	ব্রাক্ষনভিটা, ঠান্ডিরাম, সাদামহল, রত্নাই, সনকা, রেইচ্যা ও রুপসীপাড়া।
গ্রেনেজ	২	ময়মনসিংহ ও ভোলাহাট।
রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র	৫৯	বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত।
চাকী রিয়ারিং সেন্টার	২৭	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।
রেশম পল্লী	২৩	বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামে অবস্থিত।
মিনিফিলেচার কেন্দ্র	১২	ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), মীরগঞ্জ (রাজশাহী), দৌলতপুর (কুষ্টিয়া), বাগবাটি (সিরাজগঞ্জ), বড়বাড়ী (লালমনিরহাট), জয়পুরহাট, রানীসংকৈল (ঠাকুরগাঁও), কোনাবাড়ী (গাজীপুর), ঝিনাইদহ, চাটমোহর (পাবনা), ময়মনসিংহ ও লামা (বান্দরবান)।

ভিশন : দেশে রেশম চাষ ও শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;

মিশন :

(ক) লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি;
(খ) গবেষণালদ্ব উচ্চ ফলনসীল তুঁত ও রেশম কীটের জাত প্রবর্তন;
(গ) রেশম সেক্টরে দক্ষ ও কারিগরি জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(ঘ) কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান ও বৈচিত্র উন্নয়ন ও বিপণনের ব্যবস্থাকরণ;
(ঙ) রেশম চাষ সম্প্রসারণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মোটিভেশন ও তদারকি কাজ জোরদারকরণ।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মূল কার্যক্রমঃ

১. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন;
২. রেশম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ,সহায়তা এবং উৎসাহ প্রদান;
৩. গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং বর্তমানে সংরক্ষিত ও ভবিষ্যতে সংগৃহিতব্য সকল রেশম পোকার জাত সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;
৪. উন্নতজাতের তুঁত চাষাবাদের পদ্ধতি উদ্ভাবন;
৫. উন্নতজাতের ডিমপালন, সুস্থ পলুপোকার উদ্ভাবন ও বিতরণ;
৬. রেশম গুটি হতে সুতা আহরণ এবং কাঁচা রেশমের মান উন্নত ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে সকল কাঁচা রেশম যথাযথভাবে যন্ত্রপাতি সজ্জিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সিল্ক কন্ডিশনিং হাউস এর মাধ্যমে পরীক্ষা ও গ্রেডিং করার পর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৭. চরকা, রিলিং ও ফিলেচারে নিয়োজিত ব্যক্তিদিগকে কারিগরি পরামর্শ/প্রশিক্ষণ প্রদান;
৮. কাঁচা রেশম ও রেশম পণ্যের মান উন্নয়ন;
৯. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রন্থনা;
১০. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের ঋণদানের সুবিধাদি সৃষ্টি;
১১. ন্যায্যমূল্যে রেশম শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালসহ রং, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সিল্ক রিলার, উইভার ও প্রিন্টারদেরকে সরবরাহের ব্যবস্থা;
১২. দেশে-বিদেশে রেশম ও রেশম সামগ্রী জনপ্রিয় ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা;
১৩. রেশম সামগ্রী রপ্তানী করার জন্য রেশম সামগ্রীর মানোন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি এবং সিল্ক রিলার, রিয়ারার, স্পীনার, উইভার এবং প্রিন্টাদেরকে প্রশিক্ষণদানের সুবিধা সৃজন;
১৪. রেশম চাষ ও রেশম শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাধারণ সুবিধার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা বাস্তবায়ন;
১৫. কাঁচা রেশম, স্পান সিল্ক ও রেশম পণ্য উৎপাদনের জন্য মিল স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৬. উপরি-উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যেইরূপ প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক হয় সেইরূপ আনুষঙ্গিক বা সহায়ক সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৭. সরকার কর্তৃক আরোপিত রেশম উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের জনবল কাঠামো:

একীভূত তিনটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো চুড়ান্ত অনুমোদনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোর ৫৮১ সংখ্যক পদের জিও জারী হয়েছে। বিলুপ্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের সকল জনবল নবগঠিত বাংলাদেশ রেশম বোর্ডে কর্মরত অবস্থায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের ৫৮১ সংখ্যক জনবলের চিত্র উল্লেখ করা হলো।

সংস্থার নাম	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদ
বাংলাদেশ রেশম বোর্ড	১ম	৮৪	২৬	৫৮
	২য়	৭২	২২	৫০
	৩য়	৩৬৭	১১১	২৫৬
	৪র্থ	৫৮	১৯	৩৯
	মোট	**৫৮১**	**১৭৮**	**৪০৩**

মুজিববর্ষ/স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে আলোকসজ্জা, সভা, সেমিনার, র‍্যালি করেছে ।

(খ) জাতির পিতার স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জাতির পিতার দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় রেশম উন্নয়ন বোর্ড তার অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই লক্ষ্যে রাজশাহী সিল্ক জি,আই ট্যাগ পেয়েছে যা মুজিববর্ষের অন্যতম পুরস্কার।

জিআই ট্যাগের সনদ গ্রহণ

গ) লাহারপুরে রেশম তাঁতী, রেশম বসনী ও রিলার সমাবেশঃ

রেশমের চারনভূমি বলে খ্যাত চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার লাহারপুরে রেশম তাঁতী, রেশম বসনী ও রিলারদের রেশম শিল্পের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরও বেশি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত চাষি সমাবেশে মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি,বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

লাহারপুরে রেশম তাঁতী, রেশম বসনী ও রিলার সমাবেশ

ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনারঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্ম-জীবনীর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার

ঙ) বসনীদের নিয়ে র‍্যালী, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেরা বসনীদের পুরস্কার বিতরণঃ

রেশম সম্প্রসারণ এলাকার রেশম চাষিদের নিয়ে নতুন প্রজন্ম তথা ঐতিহ্যবাহী রেশম চাষ ও পণ্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের জন্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালির পর বসনীদের রেশম চাষ ও পলু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সারা দেশের সেরা বসনীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এছাড়া রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত কয়েকটি বছরের তুলনায় মুজিববর্ষে সম্প্রসারণ কর্মকান্ড অধিকতর বেগবান করা হয়েছে।

চ) তুঁত চাষ, ফলজ ও ঔষধী গাছ রোপণঃ

রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় প্রত্যেক ডিডি/এডি অফিসের মাধ্যমে একযোগে রেশমি চাষি/বসনীদের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব জমিতে তুঁতচারা, ফলজ ও ঔষধী গাছ রোপণ করা হয়।

তুঁতচাষ, ফলজ ও ঔষধী গাছ রোপণ

ছ) তুঁতচারা ও পলুপালন ম্যানুয়েল এবং রেশম ডিম বিতরণঃ

রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীল এবং রেশম চাষ দক্ষভাবে করতে রেশম চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে তুঁতচারা ও পলুপালন ম্যানুয়েল বিতরণ করা হয়। এছাড়াও সারাদেশে একযোগে সকল ডিডি/এডি অফিস হতে রেশম সম্প্রসারণ এলাকায় রেশম চাষি/বসনীদের মধ্যে বিনা মূল্যে রেশম ডিম বিতরণ করা হয়।

”

তুঁতচারা ও পলুপালন ম্যানুয়েল এবং রেশম ডিম বিতরণ

জ) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কারখানায় উৎপাদিত রেশম পণ্য নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণঃ

রাজশাহী কালেক্টরেট মাঠে জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত দুদিন ব্যাপি উন্নয়ন মেলায় বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কারখানায় উৎপাদিত নিজস্ব পণ্য নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণ করে।

ঝ) রাজশাহী কারখানা চত্বর এবং জেডিপিসি ভবন চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকায় শো-রুম স্থাপনঃ

রেশম চাষিদের উৎপাদিত গুটি থেকে খাঁটি রেশম পণ্যের সহজলভ্যতা এবং এর অতীত ঐতিহ্য ফেরাতে রাজশাহী কারখানা চত্বরে এবং জেডিপিসি ভবন চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকায় শো-রুম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শো-রুম দুটি উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি, বীরপ্রতীক। এছাড়া ঘরে বসেই রেশম পণ্য ক্রয়ের সুবিধার্থে রেশম পণ্য ক্রয়ের www.silkbsdb.com অনলাইন প্লাটফর্ম চালু করা হয়েছে।

জেডিপিসি ভবন চত্বর, ফার্মগেট, ঢাকায় শো-রুম স্থাপন

রাজশাহী রেশম কারখানা চালুকরণ:

২০০২ সালে বন্ধ ঘোষিত রাজশাহী রেশম কারখানা রেশম সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। রাজশাহী রেশম কারখানাটি দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকার রাজশাহীর সিল্ককে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজশাহী রেশম কারখানাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি, বীরপ্রতীক।বর্তমানে কারখানার ৩৮টি পাওয়ার লুম মেরামত করা হয়েছে এবং ১৯টি লুম পর্যায়ক্রমে চালু রয়েছে। **এ পর্যন্ত ২০,২৬৪ মিটার** কাপড় উৎপাদন করা হয়েছে। রাজশাহী রেশম কারখানা চত্বরে অবস্থিত রেশম পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে রাজশাহী রেশম কারখানায় উৎপাদিত ব্লক, স্ক্রীন প্রিন্ট শাড়ী, গরদ শাড়ী, ডুপিয়ন সার্টিং, বলাকা, মটকা ইত্যাদি থান কাপড়, উত্তরীয়, টুপিস কাপড় বিক্রয় করা হচ্ছে । উল্লেখ্য, ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানার ২০টি লুম মেরামত করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানাটি লীজ চুক্তিতে দিয়ে চালানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

রাজশাহী রেশম কারখানা উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সাথে রেশম চাষ সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ৪১টি জেলার ৯৯ টি উপজেলায় আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের ৫২৮ টি সমিতির ২২,৭৩৩ জন সদস্যদের জরিপ করে ৩,৮০৩ জন সুবিধাভোগীকে তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্তকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ৬৯৭ জন রেশম চাষি পলুপালনে সম্পৃক্ত হয়ে রেশম গুটি উৎপাদন করছে। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১২৫২ জনকে তুঁতচারা রোপন ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পভূক্ত ২৫২৭ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে ৬৯৭ জন সদস্য রেশমপোকা পালন করে উৎপাদিত রেশমগুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন।

২০২০-২১ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জন

ক্রঃ নং	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
১.	তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ	৪২০ বিঘা
২.	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৫.৮৫ লক্ষ
৩.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৪.০০ লক্ষ
৪.	রেশম গুটি উৎপাদন	১.৪৫ লক্ষ কেজি
৫.	রেশম সুতা উৎপাদন (সরকারি পর্যায়ে)	১.০৯৯ মেঃটন
৬.	রাজশাহী রেশম কারখানায় রেশম কাপড় উৎপাদন	১০,৮১০ মিটার

ক্রঃ নং	গৃহীত কার্যক্রম	অর্জন
৭.	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	৮,৬৭৫ কেজি
৮.	রেশম চাষি প্রশিক্ষণ	৬২৫ জন
৯.	চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রগুলিতে চাকী পলুপালন করে পলুপালনকারীদের বিতরণ	২.০০ লক্ষ চাকী পলু
১০.	আইডিয়াল রেশম পল্লী ও সম্প্রসারণ এলাকার চাষিদের পলুপালন সরঞ্জামাদি ও পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান	চাষিদের ৪,০০০ টি ডালা ও ৩,৯০০ টি চন্দ্রকী, সুতার জাল ৩,৭৭০টি (পলু পালন সামগ্রী) ঘড়া ১৩৬টি এবং পলুঘর ৫০টি বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ :

২৬-০৬-২০২১ তারিখে সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সাথে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৪-০৬-২০২১ তারিখে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে নিয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চলিক ও জোনাল কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থ বছরে গৃহীত সকল কার্যক্রমই সম্পন্ন করা হয়েছে।

বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম প্রকল্প নির্ভর। অন্যদিকে রেশম চাষ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিধায় একই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২টি প্রকল্প চলমান ছিল।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের প্রকল্প	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান	অগ্রগতি
(১) ' রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহে দারিদ্র বিমোচন' শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২)। প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা।	৫.৫৪ কোটি	৪৬৭.৪৩ লক্ষ টাকা (৮৪.৩৭%)	৩৫.৫৭%
(২)রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প (এপ্রিল'২০১৯ -জুন'২০২৩) প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪৮.০০ লক্ষ টাকা।	৬.০০ কোটি	৫০৪.৬৫ লক্ষ টাকা ৮৪%	৬৩.৭৪%

২০২০-২১ অর্থ বছর এবং ২০২০-২১ হতে ২০২২-২৩ অর্থ বছর পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	২০২০-২১ অর্থ বছর	২০২০-২১ হতে ২০২২-২৩ পর্যন্ত	মন্তব্য
১.	তুঁতচারা উৎপাদন	৪.৭০ লক্ষ	১৯.০০ লক্ষ	এপিএ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী
২.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন	২.৭০ লক্ষ	১৪.৭০ লক্ষ	
৩।	রেশম গুটি উৎপাদন	১১২ মেঃটন	৪৭৩ মেঃটন	
৩.	রেশম সুতা উৎপাদন (সরকারি পর্যায়ে)	০.৭০ মেঃ টন	২.৪৯ মেঃ টন	
৪.	দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ	৫০০ জন	৩০০০ জন	

প্রশিক্ষণঃ

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে রেশম উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে মাঠ পর্যায়ে চাষি ও বসনী থেকে শুরু করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজন অনুসারে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ ১৬ টি বিষয়ে সর্বমোট ১,১৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ অর্থ বছরে "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের চাষিসহ মাঠ পর্যায়ে পলুপালন, তুঁতচারা রোপণ, উত্তোলন ও পরিচর্যা এবং রিলিং বিষয়ে মোট ৬২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।	১৮	২১.৪৯০৩	৪ টি	২	০.০০২৬	১৬	২১.৪৮৭৭

মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২০-২১) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			মোট	অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড		
১৭	-	৩	৩	৬	১১

তথ্য ও তথ্য অধিকারঃ

তথ্য অধিকার আইন'২০০৯ এর আলোকে জনবলের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক বোর্ডের তথ্য কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। জনগনের অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং জনগনের সহজে তথ্য প্রাপ্তির জন্য এ দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহে অর্থাৎ বোর্ড প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ৭ টি জোনাল কার্যালয়ের অফিস প্রধানকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ডোর টু ডোর তথ্য প্রাপ্তির বিড়ম্বনা এড়াতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঘরে বসে তথ্য প্রাপ্তির জন্য রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত পৃথক কনটেন্ট রয়েছে। যেখানে তথ্য কর্মকর্তাসহ তথ্য আইনের যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে তথ্য আবেদন ফরমসহ সর্বশেষ তথ্য অবমুকক্তকরণ নির্দেশিকা আপলোড করা হয়েছে। যাতে যে কেউ সহজে ফরম পূরণ করে অনলাইনে আবেদন করতে পারে।

ডিজিটাল কার্যক্রম এবং চাষি ও বসনীদের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড অনেকটা এগিয়ে। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সার্বিক সহযোগিতায় বোর্ডের ওয়েব পোর্টাল চালু, ইজিপি ও ই-নথির কার্যক্রম চালুসহ নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বোর্ডে মোট ৮২ টি কম্পিউটার রয়েছে। বোর্ডের www.bsb.gov.bd নামে নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল রয়েছে এবং তা নিয়মিত আপডেট করা হয়। ওয়েব পোর্টাল তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে এ,টু,আই এর সহযোগিতায় ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত পোর্টালে মতামত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বোর্ডের কর্মকান্ড গতিশীল করার লক্ষ্যে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তাগণের পদবী অনুযায়ী ওয়েবমেইল চালু করা হয়েছে। এছাড়াও অত্র বোর্ডের www.facebook.com/bsdbmotj নামে ফেইসবুক পেজ চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে নাগরিক মতামত প্রদান/পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া, ৩৭৫০ জন বসনীর ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।

উত্তম চর্চা, শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন:

কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরিক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন ও সেগুলোর চর্চা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশক্রমে ইনোভেশন টীম গঠন করা হয়েছে। বোর্ডের ইনোভেশন টিমের মাধ্যমে চাষি/বসনীদের মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে চাষীদের উৎপাদিত গুটির ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে এবং ডিজিটাল রানিং ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল সেবাসহ অনলাইনে লাইব্রেরী ভিজিট করার উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুষ্ঠ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে উত্তম চর্চা, সদাচার ও উদ্ভাবন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড চলমান রাখা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ/সমস্যাবলীঃ

- তীব্র জনবল সংকট;
- ফার্মিং পদ্ধতিতে নতুন নতুন রেশম উদ্যোক্তা সৃজন;
- ব্লক ও আইডিয়াল রেশম পল্লীর চাষিদের রেশম চাষে ধরে রাখা;
- সম্প্রসারণ ও বীজাগার কার্যক্রম প্রকল্প নির্ভর;
- আবহাওয়া উপযোগী উন্নত রেশম কীটের অভাব;
- রেশম গুটি ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের তহবিল সংকট;
- চায়না সুতার অবাধে আমদানি ঠেকানো;
- ব্যাংক থেকে কোন ঋণ সুবিধা না পাওয়া;
- সুতা উৎপাদন খরচকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখা;
- বাইভোল্টাইন কোল্ড ষ্টোরেজ প্ল্যান্ট না থাকা;
- বহুমুখী কৃষি ভর্তুকি না থাকা;
- আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে রেশম সুতা আমদানি।

ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ

বর্তমান সরকার রেশম শিল্পকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সব রকম সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এ সেক্টরে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রেশম শিল্পের উন্নয়নে বোর্ড বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরুপঃ

১। রেশম গুটি উৎপাদনে মাঝারী মানের উদ্যোক্তা তৈরীর লক্ষ্যে ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষকে উৎসাহিত করণ;

২। ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা চালুকরণ/লীজ প্রদান;

৩। অন্যান্য মসলা জাতীয় পণ্যের ন্যায় রেশম চাষেও ৪% সরল সুদে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ;

৪। পাট পণ্যের ন্যায় রেশম পণ্যের ভ্যাট মুক্ত বাজার সুবিধা অর্জন;

৫। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত রেশম উদ্যোক্তা অন্বেষণ;

৬। রেশম বীমা চালুকরণ;

৭। রেশম সুতা আমদানির উপর ২৫%শুল্ক হওয়ায় দেশীয় রেশম গুটি ও সুতার মূল্য কম হচ্ছে। তাই রেশম সুতা আমদানির উপর ৫০% শুল্ক করার ক্ষেত্রে বোর্ডের উদ্যোগ গ্রহণ।